205907 - যে নারী দুইজন শিশুকে দুধ পান করান এবং রোযা রাখলে সন্তানদেরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা করেন

প্রশ্ন

আমার জমজ বাচ্চা আছে। তাদের বয়স পাঁচ মাস। আমার বুকের দুধ কম হওয়ায় শুধু বুকের দুধে তাদের খাদ্য হয় না। পাশাপাশি তারা কৃত্রিম দুধও খায়। কিন্তু আমি আশংকা করছি, রোযা রাখলে আমার দুধ আরও কমে যাবে। এতে করে আমি তাদেরকে দুধ খাওয়াতে পারব না। ফলে এ অল্প বয়সেই তারা বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে। এমতাবস্থায়, আমার জন্য রোযা ভাঙ্গা কি জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায শিথিল করেছেন। এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শিথিল করেছেন।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪০৮), সুনানে তিরমিযি (৭১৫), সুনানে নাসাঈ (২২৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৬৭), আলবানি 'সহিহ আবু দাউদ' গ্রন্থে 'হাসান সহিহ' বলেছেন]

যদিও বাহ্যতঃ এই হাদিসটিতে 'গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী'-র ক্ষেত্রে কোন শর্তারোপ করা হয়নি, কিন্তু হাদিসটির অর্থ শর্তযুক্ত। শর্তটি হচ্ছে- যদি তারা নিজেদের জীবন কিংবা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশংকাবোধ করে।

সিন্দি কর্তৃক রচিত সুনানে ইবনে মাজাহ-এর হাশিয়াতে (১/৫১২) এসেছে: গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী: অর্থাৎ তারা উভয়ে যদি গর্ভস্থিত সন্তান কিংবা দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ব্যাপারে আশংকা করেন কিংবা তাদের নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আশংকা করেন।[সমাপ্ত]

আল-জাস্সাস তাঁর ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে (১/২৪৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ‘নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায শথিলি করছেনে। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সয়িাম শথিলি করছেনে’ উল্লখে করার পর বলনে: “এটা জ্ঞাত য, তাদরে জন্য (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী) এ শথিলিায়ন তাদরে জীবনরে উপর আশংকা কংিবা তাদরে সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য।”। তনিি অন্যত্র (১/২৫২) বলনে: “গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষত্রেে; হয়তো রোযা তাদরে নজিদেরে স্বাস্থ্যহানি করবে কংিবা তাদরে সন্তানরে স্বাস্থ্যহানি করব। যটোই হোক না কনে তাদরে উভয়রে জন্য রোযা না-থাকা উত্তম। রোযা রাখা তাদরে জন্য নষিদ্ধি। আর যদি তাদরে স্বাস্থ্যহানি না করে কংিবা তাদরে সন্তানরে স্বাস্থ্যহানি না করে তাহলে তাদরে উপর রোযা রাখা ফরয। রোযা না-রাখা নাজায়য।”[সমাপ্ত]

আলমেগণ তাদরে ভাষ্যগুলোতে এ শর্তটি উল্লখে করছেনে। বরং এ শর্তরে উপর আলমেগণরে ঐক্যমত্য বর্ণতি হয়ছে; যমেনটি ইতপিূর্বে 66438 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বস্তিারতি বর্ণনা করছে।

এ আলোচনার প্রক্ষেতিে বলব:

যদি রোযা রাখার কারণে আপনি আপনার সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা করনে, যমেন- দুধ শুকয়িে যাওয়া কংিবা দুধ এমন কমে যাওয়া যাতে তাদরে ক্ষতি হবে সক্ষেত্রেে আপনি রোযা না-রাখতে কোন অসুবধিা নইে। অনুরূপভাব, আপনি যদি নজিরে ব্যাপারে আশংকাবোধ করনে য, আপনি যদি রোযা রখেে দুধ খাওয়ান সক্ষেত্রেে আপনার এমন কষ্ট হবে যা এমন ক্ষত্রেে সম্ভাব্য কষ্টরে অধকি কংিবা আপনার স্বাস্থ্যহানরি আশংকা করনে তাহলওে আপনার রোযা না-রাখতে কোন অসুবধিা নইে।

আর যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় য, রোযা রাখার কারণে দুধে যে ঘাটতি হবে সটো বাচ্চাদ্বয়রে প্রয়োজনীয় পরমিাণ দুধ পানরে উপর কোন নতেবিাচক প্রভাব ফলেবে না সক্ষেত্রেে রোযা না-রাখা বধৈ হবে না। বশিষেতঃ এ সামান্য ঘাটতি যদি কৃত্রমি দুধরে মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

ইমাম শাফয়েি-র ‘আল-উম্ম’ কতিাবে (২/১১৩) এসছে: “গর্ভবতী নারী যদি নজি সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকা করনে তাহলে রোযা থাকবনে না। অনুরূপ বধিান স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষত্রেওে; যদি রোযা তার দুধরে উপর ব্যাপক ক্ষতি করে। আর যদি ক্ষতটিা সীমতি হয় তাহলে রোযা ছাড়বনে না। রোযা সাধারণত রোগ বৃদ্ধি কর; কন্তিু এটা সীমতি বৃদ্ধি। রোযা দুধে ঘাটতি কর; কন্তিু সীমতি ঘাটতি। আর যদি রোগবৃদ্ধি ও দুধ-ঘাটতি ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে তাহলে তারা উভয়ে রোযা রাখবনে না।”[সমাপ্ত]

দুই:

যদি কোন স্তন্যদায়ী নারী নিজ সন্তানের উপর আশংকা করে রোযা ভঙ্গে থাকে তার উপর কী বর্তাবে এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন:

'আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা' গ্রন্থে (৩২/৬৯) এসেছে:

"যদি তারা উভয়ে তাদের সন্তানের উপর আশংকা করে রোযা না রাখেন সে ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ি মাযহাবের প্রকাশ্য বক্তব্য, হাম্বলি মাযহাব ও মুজাহিদের মতে, তাদের উভয়কে কাযা পালন করতে হবে এবং প্রত্যেক দিন একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে। যেহেতু তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর সাধারণ হুকুমের অধীনে পড়ে: "আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।"।[সূরা বাকারা ২: ১৮৪] ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসির উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা বলেন: এ ধরণের তাফসির ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের মাঝে তাঁদের দুইজনের সাথে ইখতিলাফকারী কেউ নেই। তাছাড়া যেহেতু শারীরিক অক্ষমতার কারণে এ রোযা না-রাখার বিষয়টি ঘটেছে। তাই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির হুকুমের ন্যায় কাফ্ফারা আদায় করা ফরয হবে।

হানাফি মাযহাবের আলেমগণ, আতা বিন আবি রাবাহ, হাসান, দাহ্হাক, নাখায়ি, সাঈদ বিন জুবাইর, যুহরি, রাবিআ, আওযায়ি, ছাওরি, আবু উবাইদ, আবু ছাওর এবং শাফেয়ি আলেমগণের অপর এক মতে: উভয়ের উপর ফিদিয়া ফরয হবে না; বরং তাদের ফিদিয়া দেয়া মুস্তাহাব হবে। দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায শিথিল করেছেন। এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শিথিল করেছেন।"

আর মালেকি মাযহাব ও লাইছ এর মতানুযায়ী (এটি শাফেয়ি মাযহাবেরও তৃতীয় একটি মত): গর্ভবতী নারী রোযা ভাঙ্গবেন; পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন; তবে তাকে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। আর স্তন্যদায়ী নারীও রোযা ভাঙ্গবেন; পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন এবং ফিদিয়া দিবেন। কেননা স্তন্যদায়ী নারী অন্য কারো মাধ্যমে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন; যেটা গর্ভবতী নারী পারেন না। তাছাড়া গর্ভস্থিত সন্তান গর্ভবতী নারীর সাথে একীভূত। তাই গর্ভের সন্তানের জন্য আশংকা তার কোন একটি অঙ্গের জন্য আশংকার ন্যায়। তাই গর্ভবতী নারী তার নিজের মধ্যস্থিত একটি কারণের প্রেক্ষিতে রোযা ভঙ্গেছেন; এ ক্ষেত্রে তিনি অসুস্থ ব্যক্তির মত। আর স্তন্যদায়ী নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন একটি

কারণরে প্রক্ষেতিে রোযা ভঙ্গেছেনে; এজন্য তার উপর ফদিয়িা ফরয হবে।

সলফে সালহেনিদরে কউে কউে যমেন- ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বনি জুবাইর (রাঃ) এর অভমিত হচ্ছে- তারা উভয়ে রোযা ভাঙ্গবনে এবং মসিকীন খাওয়াবনে। তাদরেকে কাযা রোযা পালন করতে হবে না।[সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছে- সঠকি জ্ঞান আল্লাহর কাছে- তাদরেকে শুধু কাযা রোযা পালন করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়: যদি গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী শক্তশিালী ও কর্মঠ হওয়া সত্ত্বওে কোন ওজর ছাড়া রোযা না রাখনে; যদওি রোযা রাখলে তাদরে উপর শারীরকি কোন প্রভাব পড়বে না? জবাবে তনিি বলনে: কোন গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীর জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে দনিরে বলো রোযা না-রাখা জায়যে হবে না। যদি তারা ওজররে কারণে রোযা না-রাখনে তাহলে কাযা পালন করা তাদরে উপর ফরয। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "আর কউে অসুস্থ থাকলে কংিবা সফরে থাকলে সে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাকারা ২:১৮৫] এ দুই শ্রণেীর নারী অসুস্থ শ্রণেীর আওতায় পড়ে।

আর যদি তাদরে ওজর হয় য,ে তাদরে সন্তানরে উপর আশংকা; সক্ষেত্রে কোন কোন আলমেরে মতানুযায়ী তাদরে উপর কাযা ফরয হওয়ার সাথে সাথে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে দশেীয় খাদ্য যমেন- গম, চাল বা খজেুর ইত্যাদি খাদ্য দান করা ফরয হবে। আর কোন কোন আলমেরে মত,ে সর্বাবস্থায় তাদরে উপর রোযার কাযা পালন ছাড়া আর কছিু ফরয নয়। কনেনা খাবার খাওয়ানো ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দললি নইে। মূল অবস্থা হচ্ছ:ে বান্দা দায়-দায়ত্বি মুক্ত থাকা; যতক্ষণ না দায়-দায়ত্বিরে পক্ষে কোন দললি পাওয়া যায়। এটি ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) এর মাযহাব এবং এটি শক্তশিালী অভমিত।"[ফাতাওয়াস সয়িাম, পৃষ্ঠা-১৬১]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে আরও জজ্ঞিসে করা হয় য:ে যদি কোন গর্ভবতী নারী তার নজি জীবনরে বা সন্তানরে জীবনরে আশংকা করে রোযা না রাখনে সক্ষেত্রেে হুকুম কী?

জবাবে তনিি বলনে: এ প্রশ্নরে উত্তর হচ্ছে-

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থা হতে পার:ে

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তশিালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কনেনা রোযা বর্জন করার ক্ষত্রেে তার কোন ওজর নইে।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভের কাঠিন্যের কারণে কিংবা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে। এক্ষত্রেে তিনি রোযা রাখবেন না। বিশেষত: যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে। যদি তিনি রোযা না রাখেন সেক্ষেত্রে তার বিধান অন্যসব লোকের মত যারা কোন ওজরের কারণে রোযা রাখতে পারেন না। তিনি যখন ঐ ওজর থেকে মুক্ত হবেন তখন রোযার কাযা পালন করা তার উপর ফরয। অর্থাৎ প্রসব করার পর ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর কাযা পালন করা তার উপর ফরয। কিন্তু, কখনও কখনও এক ওজর শেষে হয়ে অন্য ওজর দেখা দেয়। যেমন- গর্ভধারণ এর ওজর শেষে হওয়ার পর দুগ্ধপান করানোর ওজর। হতে পারে স্তন্যদায়ী নারী পানাহারের মুখাপেক্ষী হবেন। বিশেষত: গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলোতে, তীব্র গরমের সময় স্তন্যদায়ী নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর স্বার্থে রোযা না থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনি রোযা রাখবেন না। যখন আপনার ওজর শেষ হবে; তখন আপনার যতগুলো রোযা ভাঙ্গা পড়েছে সবগুলো রোযা কাযা করবেন।”।[ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা- ১৬২]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ব্যাপারে আনাস বিন মালিক আল-কা’বি কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাদের উভয়কে রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি মুসাফিরের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে জানা গেল যে, তারা উভয়ে মুসাফিরের মত রোযা না রেখে কাযা পালন করবেন। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পক্ষে রোযা রাখা অসুস্থ ব্যক্তির মত কষ্টকর না হলে বা তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকা না থাকলে তাদের রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।”

আরও জানতে দেখুন: 49794 নং ও 50005 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।